Keywords:
Faith/Belief
Practice/Deeds
Knowledge
Benefit

Islamic Religious Council of Singapore

Friday Sermon

7 February 2025 / 8 Syaaban 1446H

একজন প্রকৃত বিশ্বাসীর বৈশিষ্ট্যসমূহঃ
জ্ঞান ও তার চর্চা কেবল মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য

الحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ تَعْظِيمًا لِشَأْنِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الدَّاعِي إِلَى رِضْوَانِهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَإِخْوَانِهِ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، أُوْصِيْ نَفْسِيْ وَإِيَّاكُمْ بِتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلّ، فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُوْنَ.

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার রহমতপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

আপনারা সর্বশক্তিমান আল্লাহ সুবহ্‌ানাহু ওয়া তা’আ’লার প্রতি তাকওয়া প্রদর্শনপূর্বক তাঁকে ভয় করুন। আমাদের ইহকালের এবং পরকালের জীবন যেন সফল হয়। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!!

সম্মানিত সুধী, এখানে পবিত্র কোরানের একটি আয়াতের ওপর আলোকপাত করতে চাই; জ্ঞান এবং ভাল কাজ করার মধ্যে কি সম্পর্ক? সুরা মুহাম্মদের ১৯ নম্বর আয়াতে বলা আছে;

فَٱعۡلَمۡ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لِذَنۢبِكَ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۗ
وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ مُتَقَلَّبَكُمۡ وَمَثۡوَىٰكُمۡ ﴿١٩﴾

অর্থঃ” *জেনে রাখুন, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। ক্ষমাপ্রার্থনা করুন, আপনার ক্রটির জন্যে এবং মুমিন পুরুষ ও নারীদের জন্যে। আল্লাহ, তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত।“*

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা আয়াতটি শুরু করেছেন একটি নির্দেশ ‘‘ফালম’’ দিয়ে যার অর্থ ‘‘জানো’ যেখানে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে জ্ঞান অর্জনের ওপর এবং এর পরেই আবার আয়াতটিতে সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলে এবং তারপর বলা হয়েছে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা’আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করার কথা।

সুফিয়ান ইবনে উমাইনা (রাঃ) এর মত আলেমগণের মতে এই আয়াতটি পরিস্কার করে আমাদেরকে এটা বুঝিয়ে দেয় যে, ভাল কাজ করার আগে আমাদেরকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। অন্য ভাবে বলা যায় যে, আমাদের অবশ্যই প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে হবে যেন সেই জ্ঞানের আলোয় আমরা আমাদের ভাল কাজ ও ইবাদত একটি বিশুদ্ধ মন নিয়ে শুদ্ধভাবে করতে পারি।

সম্মানিত সুধী,

রমযান মাস এগিয়ে আসছে,আমাদের মধ্যে আরো বেশী করে ইবাদত করা ও ভাল কাজ করার আগ্রহ জাগ্রত হচ্ছে। আমাদের মধ্যে এই ইতিবাচক ইচ্ছাগুলি যেন জাগরুক থাকে যা আমাদের নিশ্চিত করবে যে আমাদের সব ভাল কাজ করার মূল স্পৃহা যেন আসে আমাদের সঠিক জ্ঞান থেকে যেন তা আমাদের জীবনে প্রকৃত উপকার এনে দিতে পারে যা আমাদের ইবাদত পালনের গুণগত মান বৃদ্ধি করবে।

বিপরীতভাবে বলা যায়, যে কোন ধর্মীয় কর্মকান্ড যা প্রকৃত জ্ঞানের উপর অবলম্বন করে প্রতিষ্ঠিত নয় তার একদিন বিচ্যুতি হতে পারে, তা একদিন অন্যরকম আকার নিতে পারে।এই ধরণের ভুল ভ্রান্তিগুলি আমরা যদি এখনই ধরতে না পারি- তবে তা দীর্ঘদিন ভুলভাবেই থাকবে। যেমনঃ ধর্মীয় বিধানগুলিকে যথেচ্ছভাবে পালটে ফেলে যেসব ইসলামিক আইন-কানুন তৈরী হচ্ছে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের প্রতি বাধ্য-বাধকতা না মেনে চলা, এবং এটা দাবী করা যে, পবিত্র কোরানের কিছু বর্ণমালার গোপন অর্থ আছে এবং তাফসীরের

প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতিগুলি অনুসরণ না করে বরং অনেকে এটা দাবী করে যে তার নিকট মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কর্তৃক সরাসরি নির্দেশ আছে।

এইরকম সব ভ্রান্ত কিছু ধারণা দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের সমাজের কয়েকটি অংশে দেখা দিচ্ছে। আর তাই, সঠিক জ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত না এমন কোন ধর্মীয় কর্মকান্ড ইসলামিক অনুশাসন বিচ্যুত ও ইসলাম অনুশাসন লংঘনকারী বলে বিবেচিত হতে পারে। আর এটা হলে ইবাদত করার মূল লক্ষ্য মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করা তা বিনষ্ট হয়ে যাবে।

এছাড়া, **কোন একটি নতুন জ্ঞান অর্জনের পর তা অনুশীলন করাটা অত্যন্ত জরুরী।**

সম্মানিত ভাইয়েরা, এটা একটা বড় ক্ষতি। আমরা কোন কিছু শিক্ষা লাভ করি যা শারীয়াহর দৃষ্টিতে আমাদের জন্য লাভজনক বা উপকারী মনে হয় কিন্তু যেটার কোন চর্চা আমাদের মধ্যে নাই তা আমাদের জন্য ক্ষতিকর। যেমনঃ আমরা জানি অন্যকে দান করার গুণাবলী কি কিন্তু আমরা সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যদি তা পালন করতে না পারি। আমরা জানি পবিত্র কোরান পাঠে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অশেষ রহমতের কথা কিন্তু নিয়মিত এই কোরান পাঠ করা বা এই পাঠ করাটা আরো উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জিং মনে হয়।

সম্মানিত সুধী,

আপনাদের সামনে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করব যেগুলি থেকে আপনারা জ্ঞান অর্জন ও একজন বিশ্বাসীর জীবনযাপনের মধ্যে একটি গভীর সুম্পর্কের ওপর গুরুত্ব আরোপ করবে।

প্রথমতঃ প্রতিটি মুসলমানের জন্য উপকারী জ্ঞান অর্জন করা একটি আবশ্যকীয় কাজ।

ইবনে মাজা কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসে আমাদের নবী করিম (সঃ) বলেছিলেন,” জ্ঞান অর্জন করতে চাওয়া প্রতিটি মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক। জ্ঞান অর্জনকারীর জন্য সকল প্রাণী ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে এমনকি সমুদ্রের তিমি মাছও।

আসুন, আমাদের নিজেদের দিকে একটু তাকাই। গত কয়েক বছরে আমাদের জ্ঞানের পরিমাণ কি বৃদ্ধি পেয়েছে? নাকি ইসলাম সম্পর্কে আমাদের আজকের যে ধারণা তা বহুদিন আগের ইসলামের ধারণার মত একই আছে? তার কোনই উন্নতি হয় নাই? আর আমাদের ইবাদতকর্মগুলির কি অবস্থা? ধর্মীয় বিষয়ে আমাদের অনুধাবণ কি আগের চেয়ে উন্নত হয়েছে? ্ধর্মীয় বিষয়ে আমাদের ভক্তি? ধর্মীয় বিষয়ে আমাদের জ্ঞান গভীর হলেই কেবল আমরা ইবাদত কর্মে গভীর মনোযোগী হতে পারব।

সম্মানিত ভাইয়েরা,

জ্ঞান অর্জনের জন্য যে নির্দেশনাগুলি দেয়া আছে তা যেন আমরা কখনোও অবহেলা করি না যেন এটা মনে না হয় যে জ্ঞান অর্জন শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট বয়সীদের জন্যই কেবল সীমাবদ্ধ। একজন বিশ্বাসী হিসাবে এইটা আমার সৌভাগ্য যে যতটুকু জ্ঞানই আমরা অর্জন করি না কেন তা-ই ইবাদত হিসাবে গৃহীত হবে। এবং ্নানারকমের দোয়া দরুদ (রাঃ) মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার সমীপে পেশ করা হবে।

সম্মানিত সুধী,

দ্বিতীয় : প্রতিটি উপকারী জ্ঞানকে অবশ্যই কাজে প্রয়োগ করতে হবে।

অতীতের আলেমগণ বলতেন, "প্রয়োগই হল জ্ঞানের প্রকৃত উদ্দেশ্য। জ্ঞান যদি কোন কাজেই না লাগে, সেই জ্ঞান অন্বেষণ করার প্রয়োজন নেই।"

আসুন যে জ্ঞানসমুহ আমরা কাজে প্রয়োগ করেছি তার সাথে তুলনা করে সেইসব জ্ঞানের প্রতি আমরা দৃষ্টি দেই যা আমরা অর্জন করেছি। আমরা হয়ত অনেক কিছুই শিখেছি বিশেষ করে ধর্ম বিশ্বাসের ব্যাপারে, কিন্তু নানা কারণে আমরা হয়ত এখনও ধারাবাহিকভাবে সেই জ্ঞান ব্যবহার করছি না।

তৃতীয়: অজ্ঞতা এবং সঠিক জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে যে ধর্মীয় আচরণ পালিত হয় না, তা পরিহার করুন।

এটা নিশ্চিত করুন যে আমাদের সকল কাজের ভিত্তি যেন সেই জ্ঞান হয় যা সঠিক এবং প্রামাণিক। ভাল কাজ বৃদ্ধি করার পাশাপাশি জ্ঞান আহরণের ধারা বজায় রাখার জন্য লক্ষ্য স্থির করুন। শুধুমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই আমরা নিশ্চিত করতে পারি যে আমাদের ইবাদত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার আদেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

ঈমানের সহযাত্রী ভাইয়েরা,

পরিশেষে , আসুন আমরা সেই জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করি যা উপকারী, আমরা যা শিখেছি তার চর্চা করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করি, এবং এটা নিশ্চিত করি যে আমাদের আমল ও ইবাদতের ভিত্তি হয় সঠিক জ্ঞান

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সবাইকে পথ দেখান যাতে আনরা আন্তরিকতার সাথে তাঁর ইবাদত করতে পারি এবং ক্রমান্বয়ে তা উন্নত করতে পারি। তিনি যেন আমাদের সকল আ'মল ও প্রচেষ্টাকে গ্রহণ করেন। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন।

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم.

Second Sermon

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الله، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا وَارْحَمْ وَالِدِينَا وَارْحَمْ أُمَّةَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ أَجْمَعِينَ. اَللَّهُمَّ أَصْلِحْ وُلَاةَ أُمُوْرِنَا، وَوَفِّقْهُمْ لِمَا فِيْهِ صَلَاحُ الأُمَّةِ أَجْمَعِينَ. اللَّهُمَّ وَلِّ أُمُوْرَنَا خِيَارَنَا، وَلَا تُوَلِّ أُمُوْرَنَا شِرَارَنَا، وَارْفَعْ مَقْتَكَ وَغَضَبَكَ عَنَّا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ وَلَا يَرْحَمُنَا، وَحَوِّلْ حَالَنَا إِلَى أَحْسَنِ الْأَحْوَالِ، وَفَرِّجْ مَا نَزَلَ بِنَا مِنَ الْأَهْوَالِ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اَللَّهُمَّ اجْعَلْ هَذَا البَلَدَ وَسَائِرَ البِلَادِ عَامَّةً آمِناً مُطْمَئِناًّ سَخَاءً رَخَاءً بِقُدْرَتِكَ يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّةَ وَفِي فِلِسْطِينَ، وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اَللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ فَرَجًا، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.